কানাডা

আসুন দেশ প্রেমিক হই

জসিম মল্লিক

১.
জনএফ কেনেডির কবরে লেখা আছে ”দেশ তোমাকে কি দিল সেটা বড় নয়, দেশকে তুমি কি দিলে সেটাই বড়”। কেনেডির এই বিখ্যাত উক্তিটি সম্পর্কে আমাদের রজানীতিবিদরা নিশ্চয়ই জানেন। আমাদের রাজনীতিবিদরা মেঠো বক্তৃতায় প্রায় সময় একটা কথা বলে থাকেন, ”ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়”। কিন্তু তারা কী তা বিশ্বাস করেন? রাজনীতিবিদরা ভোটের জন্য এরকম অনেক কিছুই উল্টো কথা বলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন ব্যক্তিই বড়। দেশ অনেক দুরের ব্যাপার। আমাদের দেশের সাধারন মানুষ এখনও রাজনীতিবিদদের কথা বিশ্বাস করে। গ্রামের মাতবর বা মেম্বার-চেয়ারম্যান সাহেব যা বলবে তাই সই। তারা এত কিছু খতিয়ে দেখেনা। কে কত টাকা চুরি করলো, কে কত টাকা চাঁদা নিল এসব নিয়ে তদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই। এজন্যই সেনাবাহিনীর প্রধান বলেছেন বাংলাদেশের জনগনকে সুশিক্ষিত হতে হবে। তারা শিক্ষিত হলে কেউ তাদের ভুল বুঝাতে পারবে না। গোষ্ঠিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই সাধারন মানুষকে যুগের পর যুগ অশিক্ষার অন্ধকারে রাখা হয়েছে; যাতে তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে পারে। তৈরী করা হয়েছে কিছু মোসাহেব। আজকে দেশে বিদেশে এই মোসাহেবদের দৌড়াত্মে প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। এইসব উচ্ছিষ্টভোগীদের জন্যই সত্য আড়ালে রয়ে যাচ্ছে।

বাংলাাদেশর রাজনীতিতে ব্যক্তিপূজা এতটাই তীব্র যে ”দেশ” নামে যে কিছু আছে তাই আমরা ভুলে গেছি। রাজনৈতিক দলগুলোতে জবাবদিহিতার অভাবের কারনেই ব্যক্তিবন্দনা ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। সৃষ্টি হয়েছে একনয়কতন্ত্র আর পরিবারতন্ত্রের। এজন্য আমাদের রাজনীতিবিদরাই দায়ী। তারাই নিজেদের স্বার্থে হাসিনা-খালেদাকে এত ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে সম্মিলিতভাবে লুটপাট চালিয়েছে। এখন তাদেরই একটি অংশ এই দু’জনের ক্ষমতা খর্ব করতে চান। ছুড়ে ফেলে দিতে চান আস্তাকুড়ে। আর একটি অংশ চান আগের মতোই চলতে। তাই দলগুলোতে দেখা দিয়েছে বিভক্তি। ভাঙ্গনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ’সংস্কার’ আদৌ কোন পক্ষ চান কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

২
শেখ হাসিনা গ্রেফতার হওয়ার পর দেশে বিদেশে যথেষ্ট তোলপাড় হচ্ছে। মূলতঃ হাসিনাপন্থী আওয়ামী সমর্থকরাই প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন। অনেকে তার গ্রেফতার প্রক্রিয়াতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে পুলিশ যেভাবে গ্রেফতার করেছে তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। বেগম খালেদা জিয়ার সাথেও যেনো একই আচরন না করা হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। তবে আইন যাতে তার নিজস্ব গতিতে চলে এবং সবার বেলায় যেনো একই হয় সেটাই নিশ্চিত করতে হবে। আইনের শাসনের মূল কথাও সেটা। অপরাধী যত বড় ক্ষমতাবানই হোন তাকে যেনো বিচারের মুখোমুখী করা যেতে পারে। না হলে সাধারন মানুষ ন্যায় বিচার পাবে কিভাবে? শেখ হাসিনা যদি আদালতে নির্দোষ প্রমানিত হন অবশ্যই তাকে যেনো সসম্মানে মুক্তি দেয়া হয়।

কাউকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার জন্য বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে যেনো কিছু করা না হয়। তত্বাবধায়ক সরকারের আসল যে উদ্দেশ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স অভিযান এবং প্রতিশ্রুত ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা সেটা যেনো তারা ভুলে না যান। সরকার এমন কিছু করবেন যা মানুষের মনে কোন সন্দেহ দানা বাঁধে। তাদেরকে স্বচ্ছ থাকতে হবে। জাতি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পুরনো ব্যর্থতার দিনগুলোতে আর কেউ ফিরে যেতে চায় না। মানুষ তাকিয়ে আছে একটি নতুন বাংলাদেশের দিকে; যেখানে ব্যক্তি বা দল নয় দেশই হবে সবার আগে।

৩.

আসলে আমরা এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছি যে 'দেশপ্রেম' শব্দটাই অচেনা হয়ে গেছে। আমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছি দলীয় গন্ডিতে। কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ বিএনপি, কেউ জামায়াত, কেউ জাতীয় পার্টি এভাবে আমাদের পরিচয়। আমরা আর বাংলাদেশী নেই। আগে ব্যক্তি তারপর দল। দেশের জন্য নয় ব্যক্তির জন্য মায়াকান্না। দলীয় ঘরানার লেখক সাংবাদিকদের লেখায় দেশ হারিয়ে গেছে। ব্যক্তি এবং দলের জন্য তাদের আহাজারি সত্যি দেখার মতো। ব্যক্তি বন্দনায় এতটাই বিভোর যে ভাল খারাপের বিচারের জ্ঞানও লোপ পেয়েছে। তবে সাধারন মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে, দুর্নীতির বিপক্ষে। তাদের কোন দলীয় পরিচয় নেই। তারা রাস্তায় প্রতিবাদ করতে পারে না বা বিবৃতি দিতে পারে না। তারা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চায়। প্রবাসীদের মধ্যেও একই আলোচনা- রাজনীতি, সংস্কার, নতুন দল, হাসিনা-খালেদার ভবিষ্যৎ, তত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে আবার সংশয় প্রকাশ করেন আসলেই কি সময়মত দেশে নির্বাচন হবে? খালেদা-হাসিনা কি নির্বাচন করতে পারবেন?

তত্বাবধায়ক সরকার বেশ কিছু যুগান্তকারী সংস্কার করেছেন বা করতে যাচ্ছেন। কাগুজে বাঘদের ভয়ে তারা যেনো তাদের আসল উদ্দেশ্য থেকে পিছু না হটেন। সরকারের এতসব কর্মকান্ড সম্পর্কে বিদেশী নীতি নির্ধারকরা খুব ভাল ওয়াকিফহাল বলে মনে হয়না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার সম্পর্কে তাদের ধারনা অস্বচ্ছ। এ ব্যাপারে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের কর্মকান্ড সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। সঠিক তথ্য পরিবেশন করা। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন কিছু করা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। যে যেই দল করিনা কেনো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্যের পক্ষে থাকাই হচ্ছে প্রকৃত দেশ প্রেমিকের পরিচয়। অতএব আসুন আমরা দেশপ্রেমিক হই।

জসিম মল্লিক: অনাবাসী লেখক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com